ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাইরে কাজ করার প্রবণতা

তিনশ' শিক্ষক ছুটিতে, পার্ট টাইম চাকরি করেন আড়াইশ' জন

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও খ্যাতনামা শিক্ষকরা অধিক আয়ের জন্য ছুটি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যকোন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড ও এনজিও'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে স্বনামধন্য ২৫ জন অধ্যাপক দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। আবার কেউ কেউ পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশে। অনেকে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে বিদেশে গিয়ে আর ফিরছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেড় শতাধিক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করেছে। মেধাবী শিক্ষকরা চলে যাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

স্বল্প বেতন কাঠামো, দলীয় ভিত্তিতে পদোন্নতি এবং গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে মেধাবী শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এর ফলে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃঃ পর)

লাগামহীনভাবে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। শিক্ষকরা বলেছেন, কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম জবের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে কম বেতনের কথাও তারা উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে প্রফেসর এমিরেটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষকরা উপমহাদেশের সবচেয়ে গরিব। পাকিস্তান ও ভারতের শিক্ষকদের তুলনায় এদেশের শিক্ষকরা অনেক কম বেতন পান। স্বল্প বেতনে শিক্ষকদের সামাজিক স্ট্যাটাস ধরে রেখে গবেষণা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষকদের ধরে রাখতে হলে অবশ্যই বেতন কাঠামো বাড়াতে হবে। আবার অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য অনেক শিক্ষক অন্যত্র চলে যান।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৬৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৩৯ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। প্রেষণে রয়েছেন আরো ৪৯ জন শিক্ষক। এছাড়াও বেশ কয়েকজন শিক্ষক এখনো অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন। এদের মধ্যে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ জনকে চাকরিচ্যুত করে। শিক্ষা ছুটি নিয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশে অবস্থান করছেন, আবার কেউ কেউ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করছেন। বর্তমানে ১৩শ'র মতো শিক্ষক কর্তব্যরত রয়েছেন। আবার এদের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম ক্লাস নেন। খ্যাতনামা অনেক শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে অধিক টাকার বিনিময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব শিক্ষক পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সি করতে যান তাদের বেশিরভাগই খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় শিক্ষক। এদের শিক্ষক অন্যত্র চলে যাওয়ায় বিভাগগুলোতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষকরা ব্যাপকহারে জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমও কমে গেছে।

শিক্ষকদের বেতন কাঠামো

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, একজন প্রভাষক মূল বেতন ৬ হাজার ৮শ টাকা, বাড়ি ভাড়া ৩ হাজার ৪শ, গবেষণা ও টেলিফোন ভাতা ১ হাজার ৩শ, ইনক্রিমেন্ট ৬৫০ এবং মহার্ঘ ভাতা ১ হাজার ৩৬০শ টাকা সবমিলিয়ে ১৩ হাজার ৫১০ টাকা পান, সহকারী অধ্যাপক সবমিলিয়ে ২০ হাজার টাকা পান, সহযোগী অধ্যাপক সবমিলিয়ে ২৬ হাজার ৮শ টাকা পান এবং একজন অধ্যাপক সবমিলিয়ে ২৯ হাজার ৮৬০ টাকা পান। এ টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের পক্ষে সংসারের ব্যয়ভার মেটানো প্রায় অসম্ভব। একজন মেধাবী শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসে ১ থেকে দেড় লাখ টাকা আয় করছেন।

না জানিয়ে কাজ করার প্রবণতা

অভিযোগ রয়েছে, ওভার টেড চার্জ না দেয়ার লক্ষ্যে অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে পার্ট টাইম চাকরি ও কনসালটেন্সি করছেন। তাদের এই মানসিকতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে যেমন আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষকদের বকেয়া চাকরির কারণে শিক্ষার্থীরা তাদের (শিক্ষকদের) শিক্ষা ও মূল্যবান সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী একজন অধ্যাপকের সপ্তাহে ১০টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি, সহকারী অধ্যাপকের এবং প্রভাষকের ১৬টি ক্লাস নেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষক তা নেন না।

দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে থাকেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ব্যবহার করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বাড়িয়ে থাকেন। আর এ কারণেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পার্ট টাইম জবের প্রবণতাও বেড়েছে।

উদ্যোগ ব্যর্থ

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে শিক্ষকদের পার্ট টাইম জব বা কনসালটেন্সির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতির উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী বডি সিন্ডিকেটে পাসকৃত নিয়মানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক যুক্ত হতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে উপার্জিত অর্থের শতকরা দশভাগ ওভারহেড চার্জ দিতে হবে। এছাড়া ওই কাজে যোগদানের আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি নিতে হবে। শিক্ষকদের ব্যাপক হারে পার্ট টাইম জব ও কনসালটেন্সিতে যোগদান এবং এর ফলে নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টির কারণে কর্তৃপক্ষ তা নিয়ন্ত্রণে ১৩ দফা উদ্যোগ নেয়। কিন্তু শিক্ষকদের পার্ট টাইম জব ও কনসালটেন্সির প্রবণতা দিন দিন বাড়ছেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, কনসালটেন্সির মাধ্যমে যদি গবেষণা-দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞান ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে বিঘ্নিত না করে সেক্ষেত্রে আপত্তির কিছু নেই। বিদেশেও শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সংশ্লিষ্টতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞান চর্চার মূল দায়িত্বের কথা আমাদের ভুলে থাকার কোন অবকাশ নেই।